জাগো২৪

বিধান নগর পৌরনিগমের ২৪ নং ওয়ার্ডের ভাল-মন্দ বার্তা

www.jago24.in | তৃতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, আগস্ট ২০২৪, শ্রাবণ - ভাদ্র ১৪৩১ | www.jago24.in

রক্তদান শিবিরে পৌরপিতা

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়, ১১৭ রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্রীমতি অদিতি মুন্সির উদ্যোগে, দমদম ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শ্রী দেবরাজ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে, গ্রীষ্মকালীন রক্তের সংকট লাঘব করার উদ্দেশ্যে সমগ্র রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভা জুড়ে, যে এক মাস ব্যাপী রক্তদান অভিযান চলছে তার ২৩ তম দিনে বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়ের ব্যবস্থাপনায় ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে আয়োজিত হল রক্তদান শিবির। সেই সাথে ছিল বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষ প্রদান উৎসব। এছাড়াও ওই দিনই ওই একই মঞ্চ থেকে ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ICSE, ISC, CBSE এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাননা প্রদান করা হলো। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন বিধাননগর পৌরনিগমের মেয়র পারিষদ সদস্য শ্রী দেবরাজ চক্রবর্তী, শ্রীমতি আরাত্রিকা ভট্টাচার্য্য সহ, ১ নং বোরো চেয়ারম্যান শ্রী শাহনওয়াজ আলি মন্ডল (ডাম্পি), ২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনোরঞ্জন ঘোষ, ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী ইন্দ্রনাথ বাগুই, ২২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী অতীন্দ্র সানা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পৌরপিতার স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

গত ১৫ ই আগস্ট স্বাধীনতার ৭৭ তম বর্ষে, ৭৮ তম দিবসে বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয় তাঁর অঞ্চলের প্রতিটি ক্লাব সংগঠন, নিজের ওয়ার্ড অফিস এবং অন্যান্য জায়গায় ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মান জানালেন স্বাধীনতার সেই সমস্ত বীর শহীদদের যাদের বলিদান আমাদের দেশকে স্বাধীন করেছে।

পৌরপিতার রাখিবন্ধন উৎসব পালন

গত ১৯ শে আগস্ট তারিখে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়ের উদ্যোগেও ব্যবস্থাপনায় ২৪ নম্বর ওয়ার্ড অফিস প্রাঙ্গনে উদযাপিত হল ভালোবাসা ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন, রাখি বন্ধন উৎসব। অঞ্চলের সকল ভাইদের হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন অঞ্চলের মা-বোনেরা।

আর.জি. কর কাণ্ডের প্রতিবাদে, নিজ এলাকায় প্রতিবাদী মিছিলের সাথে ২৪ নং ওয়ার্ডের একমাস ব্যাপী রক্তদান অভিযান অনুষ্ঠানে মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে নিজের প্রতিবাদ পুনরায় ব্যক্ত করলেন বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা তথা ৪ নং বোরো চেয়ারম্যান শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়।

সম্পাদকীয়

উজ্বল মানবিক সূর্য...

আমরা ৭৮তম স্বাধীনতার বর্ষে পদার্পণ করলাম। অনেকের মনে প্রায়শই প্রশ্ন জাগে যে, আমরা কি সত্যি স্বাধীন হয়েছি? আমার ব্যক্তিগত উত্তর হবে অবশ্যই হয়েছি। স্বাধীনতার মানে জানতে গেলে সমগ্র দেশ ভ্রমণের প্রয়োজন নেই। নিজের এলাকাটুকু সঠিকভাবে দেখলে এবং বুঝতে পারলেই বোঝা যাবে যে আমরা স্বাধীন কিনা। দেশপ্রেম তৈরি হয় নিজের বাড়ির আভ্যন্তরীণ পরিবেশ থেকে। স্বাধীনচেতা মন তৈরি হয় নিজের বাড়ির দোরগোড়া থেকে। আমাদের এলাকা ২৪ নম্বর ওয়ার্ড বিধাননগর পৌরনিগম। যার পৌর প্রতিনিধি আমাদের সকলের প্রিয় শ্রী মনীষ মুখার্জী। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চিত্র আজ ফুটে উঠেছে এই ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে। মনীষের একের পর এক কর্মন্নোয়নের গতিধারা প্রবাহিত হয়ে বয়ে চলেছে আমাদের এলাকায়। একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, জীবন হিসাব নেয় মানুষের নিজের কর্মফলে। ঠিক তেমনি সমাজ হিসেব নেয় একজন জনপ্রতিনিধির প্রতিটি কর্মের যোগ্যতার নিরিখে। মনীষ সেই মানুষ, যে তার কর্মের হিসেব প্রতিমাসে মানুষের সামনে উপস্থাপনা করেন। প্রতিদিন তিনি প্রমাণ করেন, কর্মবীরের এক আখ্যানিত কথামালা জাগো ২৪ এর মাধ্যমে।

স্বাধীনতা দিবসের কিছুদিন পরেই ছিল রাখি বন্ধন উৎসব। সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব এবং একতার যে জয়গান কবিগুরু একদিন সৃষ্টি করে গেছেন, সেই জয়গানের অনন্য সাধক মনীষ। এই পৃথিবীকে এবং সমাজকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে তুলতে সবার আগে প্রয়োজন সমাজের প্রতিটি মানুষকে, এলাকার প্রতিটি মানুষকে একত্রিত করে একে অপরের সাথে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করা। যেটা মনীষ রাখি বন্ধন উৎসবের মাধ্যমে করে দেখিয়েছেন । বর্তমান সময়ে ২৪ নম্বর ওয়ার্ড এক অভাবনীয় কর্ম স্বপ্নের বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আগামী দিনে মনীষের এই কর্ম সাধনা এক উজ্জ্বল সাধনার সিদ্ধি লাভের পথকে সুগম করবে। তখন আজ যারা প্রশ্ন করছেন যে আমরা কি সত্যি স্বাধীন? তারাই তখন উত্তর পাবেন মনীষের তৈরি এই সুন্দর ২৪ নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শনে এবং মন ভালোবাসার সুগভীর দর্শনে। সেই দিন আগত যেদিন আমরা এক সুরে বলব সমাজ উন্নয়নের কান্ডারী মনীষ মুখার্জীর মত জনপ্রতিনিধি যেন দেশের প্রতিটি জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন। মানবিকতার সূর্য সেই দিন উদ্ভাসিত হবে রৌদ্রজ্জ্বল মানব আকাশে। নাম তার মানবিক সূর্য "মনীষ মুখার্জী।

বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

পাবলিক কমেন্ট

তৃতীয় বর্ষের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে জাগো ২৪ বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের একটি প্রিয় কার্যকরী মুখপত্র হয়ে উঠেছে। এই পত্রিকার প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সমস্ত ব্যক্তিদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আশা করব এই পত্রিকাটি ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের উন্নতি সাধনে উত্তরোত্তর সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাবে। 'সম্পাদকীয় কলমে' শ্রী বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী এবং 'আমার কথা' কলমে আমাদের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী তাঁদের ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনার কথা যেভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরছেন - সেটা প্রতিটি পাঠকের কাছে খুবই শিক্ষণীয়, চিত্তাকর্ষক এবং মনোগ্রাহী হয়ে উঠছে।

মনীষদার তত্ত্বাবধানে এবং অসংখ্য পৌরকর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবক/সেবিকাদের মিলিত প্রচেষ্টায় যে বিভিন্ন কর্মসূচি অনেকদিন ধরে চলছে তার ফলে ওয়ার্ডের অনেক উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে এবং সমস্ত বাসিন্দারা উপকৃত হচ্ছেন। প্লাস্টিক এবং থার্মোকল বর্জন, মশার ওষুধ স্প্রে করা, ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো, ড্রেন ও রাস্তাঘাট নিয়মিত পরিষ্কার, প্রতিদিন ময়লা ফেলার গাড়ি আসা ইত্যাদির মাধ্যমে এলাকা জঞ্জালমুক্ত হচ্ছে এবং মশার উপদ্রব কমছে। পৌরসভার প্রতিনিধিরা প্রতি সপ্তাহে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মশা বাহিত রোগের ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং জনসাধারণকে সচেতন করছেন। এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া ও চিকুনগুনিয়ার মত মশাবাহিত রোগের প্রকোপ অনেকটাই কমানো যাবে। এছাড়া বিভিন্ন জনহিতকর কাজ যেমন - সুলভ শৌচাগার স্থাপন, রাত্রে গাড়ি পার্কিং বন্ধ করা, ২৪ ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্স ও শববাহী গাড়ির পরিষেবা দেওয়া - আমাদের পৌরপিতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে এবং বাসিন্দাদের স্বস্তি প্রদান করেছে।

সাম্প্রতিককালে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে সেগুলি হল - নবরূপে শীতলা মাতার মন্দিরের উদ্বোধন, কেষ্টপুর মোড়ে স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন, রাস্তাগুলিতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জলের লাইন এবং ঢাকা নর্দমা সহ রাস্তা নির্মাণ। বর্তমানে প্রগতি সংঘ থেকে ৭ নম্বর ওভার ব্রিজের নিকটবর্তী পর্যন্ত নতুন করে ঢাকা নর্দমা সহ রাস্তা তৈরি হচ্ছে। আমরা আশা করব ভবিষ্যতে ওয়ার্ডের সব রাস্তাগুলিতে ঢাকা নর্দমা হয়ে যাবে এবং রাস্তাগুলির উন্নতি সাধন করা হবে। এর ফলে রাস্তায় চলাফেরা সুগম হবে, বিশেষত বয়স্ক, বয়স্কাদের কাছে। শুধু তাই নয় মশার উপদ্রব কমবে, নর্দমাগুলি পরিষ্কার থাকবে এবং বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমবে না। জনসংযোগ যাত্রা পৌরপিতা মনীষ মুখার্জীর একটি নতুন এবং প্রশংসনীয় প্রয়াস।

২৪ নম্বর ওয়ার্ডকে একটি মডেল ওয়ার্ড হিসেবে রূপায়িত করার লক্ষ্যে মনীষদার কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। রাস্তায় আরো সিসি ক্যামেরা বসানো, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ময়লা ফেলার ডাস্টবিন বসানো, ল্যাম্প পোস্টগুলিতে তারের জট কমানো এবং বেসরকারি হোর্ডিং মুক্ত করা, পুকুর এবং জলাশয় গুলির সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন ইত্যাদি বিষয়গুলির দিকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে একটাই অনুরোধ রাখি, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের প্রতি। সেটা হচ্ছে - ওয়ার্ড এর উন্নতি শুধুমাত্র পৌরসভাকে দিয়ে করানো সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমাদের সকলেরই আন্তরিক এবং সক্রিয় সহযোগিতারও প্রয়োজন আছে। আমরা যদি নিজেদের বাড়ি এবং ফ্ল্যাটের মধ্যকার জায়গা ও পারিপার্শ্বিক জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি, জমা জল না রাখি এবং ফাঁকা জায়গাগুলিতে ময়লা ফেলা বন্ধ করি তাহলে পৌরসভার পক্ষে নিজেদের কাজগুলি সুষ্ঠভাবে ফলপ্রসু করা সহজ হবে। আমার স্থির বিশ্বাস মনীষদার নেতৃত্বে এবং সর্বসাধারণের ঐকান্তিক সহযোগিতায় আমাদের ওয়ার্ড আরো উন্নতি সাধন করবে।

সংকর্ষণ সিনহা | AF 102, তালবাগান

খুকুর কথা

আকাশ জুড়ে মেঘের জটা সুয্যি গেছেন পাটে
খুকু গেলো জল আনতে পদ্ম দিঘির ঘাটে।
পদ্ম দিঘির কমল বনে সাপের আনাগোনা
ঘট ডোবাতেই দেখল খুকু গোখরো সাপের ফনা!
সাপের চোখে চোখটি রেখে স্থির হয়ে যায় খুকু
দেখল সাপের দৃষ্টি সটান, লিকলিকে জিভ টুকু!
দুলছে মাথা, সাপটা এবার মারবে ছোবল তাকে
একটা কিছু করতে হবে, ছোবল মারার আগে!
সপাট সাপের লেজটা ধরে আছড়ে মারে শানে
বারে বারে সপাং সপাং ভীষণ আঘাত হানে।
রটলো খবর দশটা গাঁয়ে, খুকুর সাহস কত !
মেয়েমানুষ হয় কখনো ব্যাটাছেলের মত ??
লোকে যখন বলল, খুকু, আর যেও না জলে
খুকু বলে, ভয় করলে আমাদের কি চলে?
বাইরে বিপদ ঘটতে পারে সবাই সেটা জানে
দুয়ার এঁটে তাই কি থাকব ঘরের মধ্যিখানে ?
বুকের মধ্যে সাহস রাখি, সজাগ রাখি চোখ
বিপদকে ঠিক হারিয়ে দেবো, যতই ভয়াল হোক!

তুলিকা চক্রবর্তী | বিডি - ২১৮/২১৯

পৌরপিতা

শ্রী মনীষ মুখার্জীর

"আমার কথা"

ছেঁড়াসুখের মাঝে আমার জীবন আদর্শের কথা

'শুধু ভিক্ষা করে কখনো স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় শক্তি দিয়ে, সংগ্রাম করে। স্বাধীনতার মূল্য দিতে হয় রক্ত দিয়ে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কথা এইটি।

আমার কাছে স্বাধীনতা মানে একটি দেশের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি, যা ওই দেশটির জনগণের দুর্দমনীয় সংকল্পের গভীরে প্রোথিত শিকড়ে রস সঞ্চার করে ঐক্য চেতনার অমিয় ধারাকে বহন করে দেশকে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দিকে নিয়ে যায়। একটি দেশ গঠনের জন্য প্রথমে প্রয়োজন ওই দেশের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা ব্যতীত কোনো দেশ পরিপূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু এই স্বাধীনতা কুড়িয়ে পাওয়া এক মুঠো মুক্তো বা বদান্যতার উপহার নয়। এই স্বাধীনতা অর্জিত হয় একটি জাতির কঠোর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সোনার বাংলা, জীবনানন্দ দাশের দৃষ্টিতে রূপসী বাংলা, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও কিন্তু খুব সহজে অর্জিত হয়নি। স্বাধীনতা অর্জনের পথে দেশের মৃত্যুভয়হীন সূর্যসন্তানেরা আপন বুকের রক্তে পিচঢালা কালো রাস্তা রঞ্জিত করতেও দ্বিধাবোধ করেনি।

স্বাধীন ভারতের প্রারম্ভিককালে কিছু মানুষ থমকে দিতে চেয়েছিল দেশের অগ্রযাত্রাকে। কিন্তু তারা হয়তো ভুলে গিয়েছিল, ঋতুচক্রের আবর্তনে শীতের সকাল যেমন কুয়াশাচ্ছন্ন হয়, ঠিক তার পরক্ষণে সূর্যের রৌদ্রোজ্জ্বল কিরণে সেই কুয়াশা কেটে যায়। তদ্রূপ, দেশের যত সংকটই আসুক না কেন, কালের আবর্তে সেই সংকটকে চিরকাল আমরা করে এসেছি জয়, করছি জয় এবং করবও জয়। লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে প্রাপ্ত এই স্বাধীনতা আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায় দেশের উন্নয়নের নিমিত্তে কাজ করার জন্য।

আমার কাছে স্বাধীনতা মানে বাঙালি জাতিরও আত্মপরিচয়ের গৌরবে উজ্জ্বল এবং ত্যাগ ও বেদনায় মহীয়ান এক উদ্ভাসিত চেতনা। আজ আমাদের দায়িত্ব এক সমুদ্র রক্তের বিনিময়ে অর্জিত দেশকে সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা করা। স্বাধীনতা আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে সবার জন্য মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে। এই আদর্শগুলোর প্রকৃত রূপায়ণই আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের মূল লক্ষ্য। স্বাধীনতার ৭৮তম বর্ষে পদার্পণকারী ভারতবর্ষকে বলি সবাই,

"এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়;
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার, তবুও মাথা নোয়াবার নয়।'

বিজন আলোয়

Debraj Biswas
Class 7

Srijit Sarkar
Class 7

উন্নয়ন কর্মের খতিয়ান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে ওয়ার্ডে মশার ওষুধ স্প্রে

ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ২৪ নম্বর ওয়ার্ডকে, চার ভাগে ভাগ করে প্রতিদিন এক একটি প্রান্তে মশার ওষুধ স্প্রে করা হয়। প্রতিনিয়ত মশার ওষুধ স্প্রে করার ফলে ওয়ার্ডের প্রতিটি মানুষের বক্তব্য মশা প্রায় নেই বললেই চলে। আর বিভিন্ন ছোট বড় রাস্তায় ঢাকা নর্দমা হওয়ার ফলে কেউ নর্দমায় ময়লা ফেলতে পারছে না আর মশার জন্মের অনুকূল পরিবেশও তৈরি হতে পারছে না। সকলকে অনুরোধ নিজের বাড়ির চারপাশ সর্বদা পরিষ্কার রাখুন।

পরিবেশ রক্ষায় পৌরপিতা

প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ এবং থার্মোকলের ব্যবহার বন্ধ করে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী এটা প্রমাণ করেছেন যে নিকাশি ব্যবস্থার সবথেকে বড় শত্রু এই দুটি জিনিষ। আজকে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিটি নালা-নর্দমা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ এবং থার্মোকলের ব্যবহার বন্ধ হওয়ায়। তার সাথে সাথে কনজারভেন্সি কর্মীরা প্রতিদিন ওয়ার্ডের বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তা ঝাঁট দিয়ে পরিবেশকে পরিষ্কার রাখার গুরু দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

ডেঙ্গুরোধে ২৪

বিগত বছর গুলির মত এ বছরেও প্রায় ডেঙ্গু মুক্ত ২৪ নম্বর ওয়ার্ড গড়তে পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয় অত্যন্ত তৎপর। তাই হেলথ টিম, কনজারভেন্সি টিম, ডোর টু ডোর মহিলা সার্ভে টিম সারাদিন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিটি প্রান্তরে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। সেই সাথে সাথে চলছে ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সাধারণ মানুষকে সতর্ক করার কাজ।

জলের লাইন প্রদানের পরে রাস্তা পুনঃ নির্মাণ

গঙ্গার জলকে শোধন করে সারফেস ওয়াটার হিসেবে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি দেওয়া হয়েছে। এই জল দেওয়ার জন্য যে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়েছিল, সেই রাস্তা সারাইয়ের কাজ চলছে আশীর্বাদ কালিবাড়ির পাশের গলিতে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়ের উদ্যোগে।

২৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগের ব্যবহার, যত্রতত্র বেআইনি গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং নাইট পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যাঁরা ইতিমধ্যে সেই নির্দেশ মেনেছেন তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্তমানে ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন দোকান খুলছে। সেই দোকানগুলিতে যেন কোনরকম প্লাস্টিক বা থার্মোকল ব্যবহৃত না হয়। আরো একটি বিশেষ ঘোষণা- যে সমস্ত ব্যবসাদার ভাই-বোনেরা ফুটপাতে বসে ব্যবসা করছেন তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ রাস্তার উপরে বসে ব্যবসা করবেন না এবং রাস্তায় কোনরকম ব্যবসায়িক জিনিসপত্র রাখবেন না। প্রধান রাস্তার উপর কোনরকম ভ্যান দাঁড় করিয়ে ব্যবসা করবেন না। এতে মানুষজনের এবং গাড়ি চলাচলের সমস্যা হয়। যাঁদের স্থায়ী দোকান আছে তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ ফুটপাত অথবা ঢাকা নর্দমার উপরে কোনরকম ব্যবসায়িক জিনিসপত্র রাখবেন না। অন্যথায় আমরা আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব। এছাড়াও পুজা উৎসব উপলক্ষে, সমস্ত পুজা কমিটি গুলিকে জানানো হচ্ছে যে, তাঁরাও যেন কোনরকম প্লাস্টিক বা থার্মোকলের ব্যবহার না করেন। অন্যথায় আমরা কঠোর আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং জরিমানা ধার্য করতে বাধ্য হব। ওয়ার্ডের প্রতিটি শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসাদার ভাই-বোনেদের কাছে অনুরোধ- আপনারা আপনাদের আশেপাশে কাউকে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ বা থার্মোকল ব্যবহার করতে দেখলে অথবা বেআইনি গাড়ি পার্কিং করতে দেখলে ৯৮৭৪৪২১৪৪১/৯৬৭৪৯৬৬২৩৯/৯৮৭৪৩৩৬০৩০ এই ফোন নম্বরে আমাদের জানান। আপনাদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অঞ্চলের সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সর্বোপরি অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থাকে সচল রাখতে আমাদের সহযোগিতা করুন। প্লাস্টিক এবং থার্মোকল বর্জন করুন।

মনীষ মুখার্জী, পৌরপিতা, ২৪ নম্বর ওয়ার্ড, বিধাননগর পৌর নিগম

ধার্মিকচেতা পৌরপিতা

বিধাননগর পৌরনিগমের ৪ নং বোরো চেয়ারম্যান তথা ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয় একজন অত্যন্ত মাতৃভক্ত ও ধর্মপ্রাণ মানুষ। গত ৫ ই আগস্ট তারিখে ৭ নম্বর অঞ্চলে পুরনো শিব মন্দিরে শ্রাবণ মাসের সোমবার উপলক্ষে শিব পূজায় অংশগ্রহণের সাথে ভোগ বিতরণ অনুষ্ঠানে ছিল তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। এলাকার মানুষের সাথে পথচলতি মানুষের উপস্থিতি ও ছিল চোখে পড়ার মত।

জাগো ২৪ এর প্লাস্টিক বর্জন অভিযান

পৌরপিতা মনীষ মুখার্জী মহাশয়ের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় ২৪ নম্বর ওয়ার্ড প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ এবং থার্মোকল বিবর্জিত একটি ওয়ার্ড। সাধারণ মানুষ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এই বিষয়টিকে গ্রহণ করেছেন। তবুও মানুষের মধ্যে সচেতনতা জারি রাখার জন্য জাগো ২৪ এর প্লাস্টিক বর্জন অভিযান চলল ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ভি.আই.পি, কেষ্টপুর -এর মোড় থেকে শতরূপা পল্লী হয়ে নোনাপুকুর অঞ্চল জুড়ে।

রক্তদান শিবিরে পৌরপিতা (অনুরূপা পল্লী)

গত ২৮ শে জুলাই তারিখে বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের অনুরূপা পল্লীতে আয়োজিত হয়েছিল এক রক্তদান শিবিরের। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়।

রক্তদান শিবিরে পৌরপিতা (সংহতি ক্লাব)

গত ৪ ঠা আগস্ট তারিখে বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের সংহতি ক্লাবে আয়োজিত হয়েছিল এক রক্তদান শিবিরের। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্রীমতি অদিতি মুন্সি, বিধাননগর পৌরনিগমের মেয়র পারিষদ সদস্য শ্রী দেবরাজ চক্রবর্তী, উপস্থিত ছিলেন বাগুইআটি থানার আই. সি. অমিত মিত্র সহ ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা মনীষ মুখার্জী মহাশয়।

গাপ্পীতে ধ্বংস মশার বংশ

একদিকে যেমন প্রতিদিন ওয়ার্ডে মশা মারার ওষুধ স্প্রে করা হয়, ঠিক তেমনি বিভিন্ন জলাশয়, পুকুর, নালা নর্দমার জমা জলে মশার লার্ভা নিকেশ করার জন্য বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়ের উদ্যোগে গাপ্পি মাছ ছাড়া হল।

মা অন্নপূর্ণা প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়, বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের মানবদরদী পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর উদ্যোগে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের দুঃস্থ মানুষদের সেবায় একটি প্রকল্পের আয়োজন করেছিলেন বিগত বছর। যার নাম মা অন্নপূর্ণা প্রকল্প। সেই প্রকল্পের আওতায় প্রতিমাসে প্রায় শতাধিক দুঃস্থ মানুষকে সারা মাসের রেশন প্রদান করেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী।

নবচেতা পৌরপিতার নবরাস্তা নির্মান

এক বছর আগে সাধারণ মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতো পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয় আই.ডি.বি.আই. ব্যাঙ্কের গলির প্রতিটি মানুষকে উপহার দিলেন নবরূপে ঢাকা নর্দমা সহ ঢালাই রাস্তা। তাঁর এই উদ্যোগে অঞ্চলের মানুষ অত্যন্ত খুশি হয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

সৌন্দর্য্যায়ন

২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ৭ নম্বর ফুট ব্রিজ থেকে বৈশাখী ফুট ব্রিজ পর্যন্ত খালপাড়ের রাস্তায় গার্ড ওয়াল দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছিল গার্ড ওয়াল টপকে খালের দিকে মানুষজন ময়লা আবর্জনা ফেলছেন। তাই বিধান নগর পৌর নিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে সেই গার্ড ওয়ালের ওপর লোহার খুঁটি দিয়ে তারের জাল লাগানোর কাজ চলছে।

বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের খুঁটিপূজা

মহামায়া দেবী দুর্গার আগমনের আর বেশি দেরি নেই। গত ১৬ই আগস্ট তারিখে বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের খুঁটিপূজোর মাধ্যমে সূচনা হলো দুর্গাপূজার। এই খুঁটিপুজোর মধ্যে দিয়ে দুর্গোৎসবের সূচনা করলেন বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়।

সম্পাদক
বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী
দূরভাষ
৮৭৭৭০ ৯৮৪৫৮

কম্পোজ, গ্রাফিক্স এবং পেজ মেক-আপ
সুদীপ্ত সেন
হোয়াট্‌স অ্যাপ
৯৮৩১৭ ৬৫২৫১ / ৯৮৩০৩ ১১৬৯৬

(আমাদের জাগো ২৪ পত্রিকায় যেকোনো ধরণের চিঠি বা বার্তা, ছবি, শিশুদের আঁকা, লেখা, ছড়া বা কবিতা পাঠাতে পারেন উপরে দেওয়া হোয়াট্‌স অ্যাপ নম্বরে)

JagoTwentyfour@ jagotwentyfour.official www.youtube.com/@jago24media Jago Twentyfour

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি - ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত